78

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি প্রসঙ্গে

বেশ কয়েক বছর যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তিতে ইউনিয়ন বা পৌরসভাভিত্তিক কোটা করা হয়েছে। এটা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থেই করা হয়েছে। কেননা, এটা না করার পূর্বে কোন নির্দিষ্ট স্কুল থেকে অধিকসংখ্যক বৃত্তি পেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় হচ্ছে, শহর এলাকায় প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশী থাকায় শহরের সুচতুর অভিভাবকগণ পরীক্ষার ঠিক এক মাস বা দুই মাস আগে তাদের সন্তানদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করান। কারণ সেখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম। তাছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরের ছেলেরা পারিপার্শ্বিক কারণে একটু বেশী জ্ঞানী হয়ে থাকে। সেজন্য গ্রামের ছেলেদের ভাগ্যে বৃত্তি নামক শব্দটি আর আসে না। ফলে গ্রামের অতি সাধারণ দরিদ্র মেধাবী ছাত্ররা এমন একটা অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এই নিয়ম করা উচিত যে কোন ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে গেলে তাকে সেই স্কুলে অন্ততঃ এক বছর পূর্বে ভর্তি হতে হবে এবং ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দিবেন।

—মোঃ জুলফিকার,
ভূগোল বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

বৃত্তি প্রদানে এ বৈষম্য কেন?

বাংলাদেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগের ন্যায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে "ডিপ্লোমা ইন কমার্স" বিভাগটি পরিচালিত। এখানে বাণিজ্য বিভাগের সবক'টি বিষয় ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু বিষয় পড়ানো হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম বেড়ে যায় বহুগুণে। রাত জেগে প্রচুর খাটা-খাটুনির পর ভাল রেজাল্ট করতে হয়। অধুনা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যেও নিজদের স্থান করে নিতে সক্ষম হচ্ছে, হলে হবে কি, তারা তাদের মেধার স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে শুরু থেকেই। বাণিজ্য বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে বৃত্তি প্রদান করা হয় কিন্তু ডিপ্লোমা ইন কর্মার্সের শিক্ষার্থীরা তা থেকে বঞ্চিত। ফলে অনেক শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এখানেই পাঠ চুকাতে হয়। এটা "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচীর পরিপন্থী নয় কি? তাই আমাদের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস বাণিজ্য বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন কমার্সের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী অর্থবহ করে তুলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগ্রহী হবেন।

—সুলাইমান শামীম,
১৯, এস এম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ছয় বছর মেয়াদী শিক্ষা কর্মসূচীর প্রকল্প

বর্তমান সরকারের শাসন ব্যবস্থা এবং ছয় বছর মেয়াদী শিক্ষা কর্মসূচীর প্রকল্প বাংলার মানুষের কাছে সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু এই ছয় বছর মেয়াদী ছাত্রীদের যে সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তারা কি সত্যিই এই প্রকল্পের ভাতা পাবে? না-কি মুষ্টিমেয় শিক্ষকের বহিরাগত ছাত্রীদের হাতে বন্টন হবে? এর নিশ্চয়তা কে-ইবা দেবে! কারণ, প্রত্যেক মানুষের টাকার প্রতি লোভ আছে, লোভলালসাই মানুষের জীবন। তাই আমার মতে, বাংলাদেশের যতগুলো স্কুলের ছাত্রীরা আছে, তাদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নিত করার উপায়ঃ

(১) স্কুলের নাম, (২) ছাত্রীদের নাম, পরিচয়পত্র, সংলগ্ন ছবি, (৩) এই পরিচয়পত্র সঠিক কিনা, তা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঠিক পর্যবেক্ষণ, শিক্ষক ছাড়া, (৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং প্রশাসনিক যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা দল গঠন, (৪) এই দল বৃত্তির শর্তানুযায়ী সবকিছু ঠিক আছে কিনা, তা পরিচালনা করবে।

উপরোক্ত শর্তাবলীর ফলশ্রুতিতে আপনার ছয় বছর মেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকল্প সঠিক হবে।

—খালেদ মোহাম্মদ হোসাইন,
দক্ষিণ কাজলা, নয়ানগর,
ঢাকা-১২০৪।